তারিখ 19 MAY 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম 2

দৈনিক
ইত্তেফাক

ভূলুণ্ঠিত যখন শিক্ষকের মর্যাদা

স্বপ্না রেজা

লেখাটা যদি এভাবে শুরু করি, সমাজ তো আর আকাশ থেকে ধরণীতে পড়ার জিনিস নয় যে ওটা হাতে পেয়েই মানুষ তাতে বসবাস শুরু করবে। সমাজ গড়ার বিষয়, সমাজ গড়তে হয়। আর এই সমাজ গড়ে [illegible] মানুষের শিক্ষা, বিবেক, মূল্যবোধ সমাজকে গড়ে তোলে, সমাজকে পরিমার্জিত করে। সমাজে আনে দৃঢ় শৃঙ্খলা। ব্যক্তি পর্যায় থেকে শুরু করে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক গোষ্ঠী, সুশীল সমাজ, সরকার সব স্তরে অবস্থানরত মানুষেরই রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। আবার মানুষের অর্জিত শিক্ষাই মানুষের বিবেক, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে, যা সমাজের মূল শক্তি। শিক্ষা হতে পারে একাডেমিক অথবা পৃথিবীর পাঠশালায় স্বশিক্ষা। সেটা হতে পারে বেঁচে থাকবার প্রয়োজনে হাতেকলমে কাজ করতে পারার শিক্ষা। যেভাবেই বলি শিক্ষা ছাড়া স্বয়ংসম্পূর্ণ মানুষ হওয়া যায় না। আর এই হতে না পারার অভিঘাত সমাজে মোটেও নগণ্য নয়। অনেক সময় সমাজ হয়ে পড়ে বিপর্যস্ত। সামাজিক অবক্ষয় প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। শিক্ষিত জাতি গঠনে শিক্ষকসমাজের ভূমিকাটি সবচেয়ে বেশি কার্যকর এবং গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ গড়ার এই কারিগরেরা যাতে যথাযথভাবে তাঁদের দায়িত্ব পালন করতে পারেন, তার জন্যে চাই অনুকূল সামাজিক পরিবেশ। এই ক্ষেত্রে যারা সমাজ শাসন করেন, সেই রাজনৈতিক মহলের ইতিবাচক ভূমিকা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

আমাদের দেশে আদর্শ শিক্ষকের যেমন অভাব রয়েছে, তেমনই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে নেতিবাচক মনোভাবের দাপট। অদক্ষতা, অব্যবস্থাপনা, ব্যক্তি গোষ্ঠীর স্বার্থপরতা, রাজনৈতিক অপসংস্কৃতি—এইরূপ নানা কারণে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা আজ সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছে

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে আমাদের দেশে আদর্শ শিক্ষকের যেমন অভাব রয়েছে, তেমনই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে নেতিবাচক মনোভাবের দাপট। অদক্ষতা, অব্যবস্থাপনা, ব্যক্তি গোষ্ঠীর স্বার্থপরতা, রাজনৈতিক অপসংস্কৃতি—এইরূপ নানা কারণে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা আজ সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছে। শিক্ষকের মর্যাদা আজ বহু ক্ষেত্রে ভূলুণ্ঠিত। যে দেশে শিক্ষকের মর্যাদা সুরক্ষিত নয় সে দেশে ভালো এবং ফলপ্রসূ শিক্ষা গড়ে উঠবে কেমন করে! পেশা হিসেবে শিক্ষকতার মর্যাদা স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে যদি তার উল্টোটা ঘটতে দেখা যায়, তাহলে আদর্শবান, মেধাবী এবং কর্তব্যপরায়ণ মানুষ কেন আসবেন এই পেশায়? এরকম অবস্থায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সুশিক্ষিত মানুষই বা বেরিয়ে আসবে কেমন করে? যথার্থ শিক্ষিত মানুষমাত্রই উন্নত মানুষ। তারাই সমাজকে অগ্রসর করে নিতে পারেন। শিক্ষিত মানুষের সমাজে অনাচারের জায়গা সংকুচিত হয়ে আসতে বাধ্য। সমাজ হয়ে ওঠে নিরাপদ ও সুশৃঙ্খল। এই সত্যটি এখন মনে হয় অনেকটাই উপেক্ষিত। এ নিয়ে উচ্চমহলের যেন কোনো মাথাব্যথা নেই। যারা মাথা ঘামালে সুফল পাওয়া যাবে তারা হয় নির্বিকার, না হয় গা ভাসিয়ে দিয়েছেন গড্ডলিকা প্রবাহে। শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড—এই কথাটি আজ যেন বা একটি অর্থহীন বাক্যে পরিণত হয়েছে। এমতাবস্থায় উপরে উপরে [illegible] উন্নয়নের চাকচিক্য দেখা গেলেও শিক্ষার ভেতরটা হয়ে আছে ফাঁপা। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে অন্তঃসারশূন্য। শিক্ষার বিষয়টি অবহেলার খাদে পতিত হওয়ায় শিক্ষার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত শিক্ষকশ্রেণির অনেকেই হচ্ছেন কারণে অকারণে লাঞ্ছিত, অবমূল্যায়িত। জানি না কোনো দেশের ইতিহাসে এমন ঘটনা আছে কী না ঘরে বসে সন্ত্রাসীদের গুলিতে শিক্ষককে প্রাণ হারাতে হয়েছে! জানা নেই আর কোনো দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাবার পথে শিক্ষককে নির্মমভাবে প্রাণ হারাতে হয়! যাদের পাওয়ার কথা সর্বোচ্চ মর্যাদা, তাদেরই কেউ কেউ এমন নৃশংস ঘটনার শিকার হচ্ছেন। সে সব ঘটনার বিচারও হয় না। এবং জানা নেই আর কোনো দেশে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন প্রধান শিক্ষককে জনসমক্ষে কান ধরে উঠ-বস করান হয়।

রাজনৈতিক দাপট দেখিয়ে একজন শিক্ষককে অপমানিত করা মানে তো গোটা শিক্ষক সমাজকে অপমানিত করার শামিল।

আমাদের দেশের একজন শিক্ষক ক্ষমতাদর্পীদের নির্দেশে কান ধরে উঠেছেন এবং বসেছেন এমন গ্লানিকর সংবাদে লজ্জিত না হয়ে পারা যায় না। এ তো কল্পনাতীত ঘটনা। আমরা যারা নিজেদের শিক্ষিত বলে দাবি করি, তারা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো শিক্ষকের ছাত্র। একজন ছাত্র এবং দেশের নাগরিক হিসেবে আজ মনে হচ্ছে এ জাতি বধির হয়ে গেছে, কান খসে পড়েছে। দেহে কান নামক অঙ্গটি আজ যেন এক কঠিন বোঝা হয়ে গেছে। অতঃপর দাপুটেরা বলুন, শুধু একজন শিক্ষক কেন, গোটা জাতি কান ধরে উঠ-বস করুক। তবু বেঁচে থাক তাদের অনাচার, বেঁচে থাকুক তাদের আস্ফালন। ক্ষমতা জিন্দাবাদ।

তবে মানুষের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলে ফল ভাল হয় না। ইতিহাসে তার অনেক নজির রয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন শিক্ষকের প্রতি এ ধরনের আচরণ দুঃখজনক। আমরা অপেক্ষায় রইলাম এই দুঃখবোধের পর কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তা দেখবার জন্য।

মনে রাখা দরকার জনগণ রক্ত মাংসের মানুষ, রোবট নয়। ভাবুন রাষ্ট্রের অভিভাবকগণ! শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিন, সম্মান দিন শিক্ষকদের।

● লেখক : কথাসাহিত্যিক